যায়যায়দিন

তারিখ ...31 AUG 2007...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

এইচএসসিতে ফেল করা শিক্ষার্থীদের পেছনে খরচ ৩০০ কোটি টাকা

হাবিবুর রহমান

এইচএসসিতে ফেল করা প্রায় দেড় লাখ শিক্ষার্থীর পেছনে সরকার ও অভিভাবকদের ব্যয় প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারের ব্যয় হয়েছে প্রায় দেড়শ কোটি টাকা, বাকিটা অভিভাবকদের। এ অপচয়ের মধ্যেও, সরকার প্রতি বছর শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়ে যাচ্ছে।

সরকারি-বেসরকারি কলেজের অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা নিশ্চিত করতে সরকারের বছরে খরচ হচ্ছে প্রায় ৬১৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি কলেজগুলোর জন্য বছরে বরাদ্দ প্রায় ২২০ কোটি টাকা। ফেল করার কারণে বিপুল পরিমাণ টাকা বছর বছর সম্পূর্ণ অপচয় হয়েছে বলে মনে করছেন দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদরা। এ বিপুল অঙ্কের অর্থের অপচয়ের কারণ হিসেবে শিক্ষাবিদরা ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের অবহেলা, রাজনৈতিক প্রভাব, শিক্ষক স্বল্পতা, দক্ষ শিক্ষকের অভাব, অভিভাবকদের সচেতনতার অভাবকে দায়ী করেছেন।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, সরকারি কলেজগুলোয় একজন ছাত্র বা ছাত্রীর পেছনে বছরে খরচ হয় প্রায় পাচ হাজার টাকা। এ খরচের মধ্যে রয়েছে শিক্ষকদের বেতন, অবকাঠামোগত খরচ, চক ডাস্টার ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ব্যয়।

এছাড়া সরকারি কলেজগুলোয় একজন ছাত্র বা ছাত্রী ১৫ থেকে ২০ টাকা মাসিক বেতনে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে।

বেসরকারি কলেজগুলোয় শিক্ষকদের বেতন-ভাতার সরকারি ১০০ ভাগ, উপবৃত্তি, নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং অনুদান বাবদ দেয়া টাকা থেকে ছাত্রছাত্রীপ্রতি সরকারের খরচ ৪ হাজার ১৯ টাকা।

এ বছর এইচএসসিতে সাতটি শিক্ষা বোর্ডে মোট ৪ লাখ ৩১ হাজার ৮৩৫ পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। উত্তীর্ণ হয় ২ লাখ ৭৭ হাজার ৫২৩ জন। ফেল করেছে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৩১২ জন। তাদের মধ্যে প্রায় ১ লাখের ওপর বেসরকারি কলেজের। সরকারি-বেসরকারি পরীক্ষার্থীর মধ্যে গড় হিসাবে এক বছরে তাদের পেছনে সরকারের খরচ প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। আর দুই বছরে এইচএসসি লেভেলের লেখাপড়ার জন্য এ খরচ প্রায় দেড়শ কোটি টাকা। এর সঙ্গে মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম ও কারিগরি বোর্ডের শিক্ষার্থীদের পেছনেও সরকার ও অভিভাবকদের বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ হচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী একে একটা মস্ত বড় অপচয় বলে চিহ্নিত করে বলেন, এটা পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজের অপচয়। দীর্ঘকাল ধরেই এটা চলে আসছে। আমরা এটা দেখতে চাই না। এর অবসান দরকার।

তিনি বলেন, প্রতি বছর পাসের হার বাড়লেও প ১৫ ›› ক ৭

এইচএসসিতে ফেল করা শিক্ষার্থীদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার মান বেড়েছে এ কথা বলা যাবে না। কলেজে পাঠদান নিয়মিত ও যথাযথ হচ্ছে না।

তিনি আরো বলেন, রাষ্ট্রের পাশাপাশি এ বিষয়ে অভিভাবকদের সামাজিক উদ্যোগ নেয়া উচিত। যেসব শিক্ষার্থী ভালো রেজাল্ট করে শুধু তাদের নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না, যারা ফেল করে তাদের কথাও ভাবতে হবে। কিন্তু আমাদের সমাজে সেটা দেখা যায় না। এটা সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এই ছেলেমেয়েদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে না পারলে এ অপচয় থেকেই যাবে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর আনু মোহাম্মদ বলেন, একদিকে যেমন সম্পদের অপচয় হচ্ছে অন্যদিকে বিপুল সম্ভাবনাময় জনশক্তি গড়ে উঠতেও পারছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার বরাদ্দ দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়হীনতার অভাবে এ অপচয় দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা যায়, দেশের অধিকাংশ সরকারি কলেজে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক নেই। দেশে সরকারি কলেজে এইচএসসি থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত প্রায় সাত লাখ ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র সাড়ে ১২ হাজার। আবার জেলা বা মফস্বলের কলেজগুলোয় শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি মনোযোগী নন বলেও অভিযোগ রয়েছে। বেসরকারি কলেজগুলোর কোনো কোনোটিতে লেখাপড়ার মান খারাপ হওয়ার কারণে অনেক সময় ছাত্র স্বল্পতা দেখা দেয়। তারপরও এসব কলেজে যে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয় তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়ার মতো দক্ষ শিক্ষক নেই। রাজনৈতিক নেতাদের চাপে একের পর এক বেসরকারি কলেজ এমপিওভুক্ত হলেও তাদের শিক্ষাদানের মান যাচাইয়ের কোনো ব্যবস্থা এখনো নেই।

অন্যদিকে প্রতি বছরেই এতো বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ফেল করলেও এবং শূন্য পাসের হার নিয়ে সারা দেশে কিছু কলেজের উপস্থিতি থাকলেও এর বিরুদ্ধে স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। প্রতি বছরেই পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পর শূন্য পাস করা কোনো কোনো কলেজের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ দেয়া হলেও অবস্থার বিশেষ কোনো উন্নতি হচ্ছে না। বিগত সরকারের সময় কোনো পরীক্ষার্থী পাস না করার কারণে কয়েকটি কলেজের এমপিও বাতিল করা হলেও ফেলের হার বেশি থাকা কলেজগুলোর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।